The
Message

VOLUME 5, ISSUE 1 JAN-FEB, 2011

Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

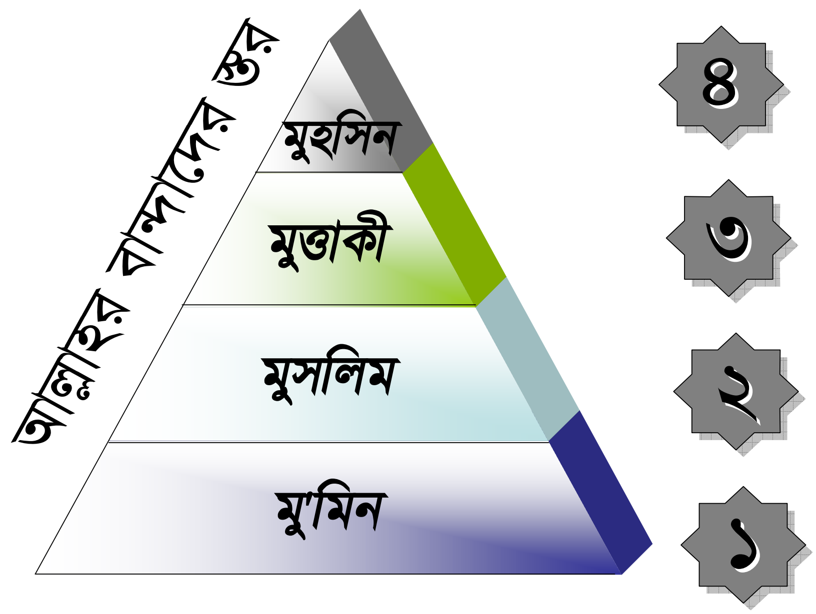

বাকি অংশ ৫ম পাতায়......

From the Qur'an:

📖 তোমরা তোমাদের সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ করে থাক তার যথার্থ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের উপর কোনরূপ অবিচার করা হবে না। (সূরা বাকারা ঃ ২৭২)

From the Hadith:

📖 রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করলো, তার জন্যে সাত শত গুণ সওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযী)

আল্লাহর ভয় না মানুষের ভয়?

আপনি যদি আপনার সারাদিনের কাজ-কর্ম এবং সারা জীবনের কাজ-কর্ম শুধু মাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেন এবং আল্লাহকে ভয় করে করে থাকেন তাহলে আপনাকে এই পৃথিবীর আর কাউকে ভয় করতে হবে না। আর যদি আপনার কাজ-কর্মে গলদ থেকে থাকে অর্থাৎ আল্লাহর ভয় না থাকে, তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাকে মানুষকে ভয় পেতে হবে, সবসময় ডানে-বামে-পেছনে তাকাতে হবে কেউ দেখল কিনা। সারাক্ষণ মনে হবে চোরের মন পুলিশ-পুলিশ, কোন কাজ করে সত্যিকার শান্তি পাবেন না। সব সময় মনে হবে এই বুঝি কেউ দেখে ফেলল। উঠতে-বসতে মানুষকে ভয় করতে হবে, আত্মীয়-স্বজনকে ভয় করতে হবে, অফিসের বসকে ভয় করতে হবে, স্ত্রীকে ভয় করতে হবে, সন্তানদেরকে ভয় করতে হবে, বাড়ির কাজের লোক বা দারোয়ানকে ভয় করতে হবে, বন্ধু-বান্ধবকে ভয় করতে হবে, পাড়া-প্রতিবেশীকে ভয় করতে হবে, থানা-পুলিশকে ভয় করতে হবে। এখন দেখুন আপনি কার ভয়ে নিজের জীবনকে গড়বেন। তাই সবসময় মনে রাখতে হবে আমি গোপনে বা প্রকাশ্যে যা কিছু করছি তা সবজান্তা আল্লাহ দেখছেন এবং দুই কাঁধের ফিরিশতারা তা লিখে রাখছেন।

ভেতরের পাতায়

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করলে কোন কাজে আসবে না	2	*মুত্তাকী কারা?.......*	3
কিসের অভাবে আমরা অন্যায়কে অন্যায় মনে করি না	2	*মুহাম্মদ (সাঃ) কে ঘিরে শিরক ও বিদআত ....*	4
সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের আত্মাকে মেরে ফেলে	2	*কাজা নামাজ বলতে কিছু নেই ....*	5
ঈমানের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হোন	3	*আপনি কি আপনার জীবনে সুখি? ....*	6

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করলে কোন কাজে আসবে না

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করলে কোন কাজে আসবে না এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের যাকাত দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। বরং এ অর্থ বহন করা মানে জলন্ত অঙ্গার বহন করা। সুতরাং এ পুঁজ যত তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করা যায় আপন স্বাস্থ্যের জন্য তত ভাল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "কোন সম্পদের সাথে যাকাতের সম্পদ মিশ্রিত হলে তা উক্ত সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়।" (সহীহ বুখারী)

রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলেও তাতেও কোন বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে ইন্তিকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না।" (আহমদ)

"মানব জাতির কাছে এমন একটি যমানা আসবে, যখন মানুষ কামাই রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পরওয়া করবে না।" (বুখারী)

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ জীবনে নিয়ে আসতে পারে অশান্তি

- আপনার সন্তান-সন্ততি মানুষ না-ও হতে পারে।
- আপনার স্ত্রী বা স্বামী কথা না-ও শুনতে পারে।
- আপনার অভাব সবসময় লেগেই থাকতে পারে।
- আপনার সংসারে আয়-বরকত না-ও হতে পারে।
- আপনার ব্যবসা-বাণিয্যে উন্নতি না-ও হতে পারে।
- আপনার কর্মক্ষেত্রে শান্তি না-ও পেতে পারেন।
- একটার পর একটা ঝামেলা লেগেই থাকতে পারে।
- যে কোন ধরণের বিপদ-আপদ আসতে পারে।
- পরিবারে এবং নিজের মনে সবসময় অশান্তি লেগেই থাকতে পারে।
- জীবনে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- আপনার সবসময় মনে হবে আরো চাই! আরো চাই! তৃপ্তি পাবেন না কখনো।
- টাকা একদিক দিয়ে আসবে আর একদিক দিয়ে দ্বিগুন চলে যেতে পারে।
- আখেরাতে চরম প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন।

কিসের অভাবে আমরা অন্যায়কে অন্যায় মনে করি না

১. কিসের অভাবে আমরা অন্যায়কে অন্যায় মনে করি না?
২. কিসের অভাবে আমরা লোভ সামলাতে পারি না?
৩. কিসের অভাবে আমরা সামান্য লাভের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেই?
৪. কিসের অভাবে আমরা অন্যায় করেও মনে করি আমি ঠিকই আছি?
৫. কিসের অভাবে আমাদের বিবেক ভোঁতা হয়ে গেছে?
৬. কিসের অভাবে আমাদের মনে অপরাধ বোধ জাগে না?

এবার আপনিই বলুন এর সমাধান কোথায়? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা কিয়ামাহর ১৪-১৫ নং আয়াতে বলেনঃ *"বরং মানুষ নিজেই নিজেকে খুব ভালভাবে জানে, সে যতই অজুহাত পেশ করুক না কেন।"*

সমাধান আপনি অন্যদের চেয়ে ভালই জানেন। তাই নিজের কথা ভাবুন। নিজের সমাধান নিজেই করুন। আল্লাহকে ভয় করুন, চোখ বন্ধ করলে সব শেষ, সংগে কিছুই নিয়ে যেতে পারবেন না শুধু দুই টুকরো কাফনের কাপড় ছাড়া। সন্তানদের সঠিক পথে মানুষ করুন, না পারলে এরাই একদিন আপনার কষ্টে গড়া সম্পত্তি বিক্রি করে খাবে আর আপনাকে দোষারূপ করবে। তাই আপনার খবর আপনিই ভাল জানেন, এখনও সময় আছে, সঠিক পথে ফিরে আসুন, সোজা রাস্তা ধরুন। অনেক ভাল ভাল কাজ করে পূর্বের গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করুন। আপনি কোথায় কি করেন, কবে কি করেছেন তা একজন সবই জানেন। তাই তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেনঃ

"হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের সে সব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর।" (সূরা হাশর ঃ ১৮)

সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের আত্মাকে মেরে ফেলে

সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের আত্মাকে মেরে ফেলে। সদাকা খুবই শক্তিশালী একটি জিনিস। সদাকা দানকারীকে আল্লাহ পবিত্র করেন। কিভাবে করেন? রাসূল (সাঃ) বলেছেন এক পাল ভেড়ার মধ্যে যদি দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে ঐ ক্ষুধার্ত নেকড়ে দুটি ঐ ভেড়ার পালের যতোটা না ক্ষতি করতে পারবে, সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের আত্মার, মনের, চরিত্রের তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করে ফেলে। আর যখন এই সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের আত্মাকে মেরে ফেলে তখন সদাকা ঐ মৃত আত্মাকে জীবিত করে অর্থাৎ পবিত্র করে।

তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। (আলে ইমরান ঃ৯২)

খরচ কর আল্লাহর পথে, নিজের হাতে নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা। উত্তমরূপে নেক কাজে সাহায্য কর। এভাবে যারা নেক কাজে উত্তমরূপে সহযোগিতা দিতে যত্নবান, আল্লাহ তাদের অবশ্যই ভালবাসেন। (বাকারাঃ১৯৫)

ঈমানের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হোন

আমেরিকান বা ক্যানাডিয়ানদের মধ্যে অমুক জিনিসের খুব প্রচলন আছে এবং তারা উন্নতি লাভ করেছে, অতএব তা আমাদেরও গ্রহণ করা উচিত; কিংবা অমুক জাতি অমুক কাজ করেছে, অমুক লোক একথা বলেছেন, কাজেই তা আমাকেও করতে হবে, বা সবাই করে তাই আমিও করি। এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই, আর এই থিওরী কোন মুমিনের হতে পারে না। আমাদের সমাজে একটা কথার খুব প্রচলন আছে যে, যে একবার কালেমা পড়েছে সে একদিন না একদিন বেহেশতে যাবেই অথবা সমস্ত মুসলিম জান্নাতে যাবে আর অমুসলিমরা জাহান্নামে যাবে। একটা ইসলামিক সেমিনারে একজন নন-মুসলিমও অডিয়েন্স থেকে ডঃ জাকির নায়েককে এই প্রশ্নটাই করেছিলেন যে, "সমস্ত মুসলিমই জান্নাতে যাবে আর সমস্ত নন-মুসলিম জাহান্নামে যাবে এটা কি ঠিক?" উত্তরে ডঃ জাকির নায়েক একটা কুরআনের কপি হাতে নিয়ে বলেন, এই বইয়ের কোথাও এই ধরণের কথা লিখা নেই। তবে লিখা আছে যে, যারা এই বইটা অনুসরণ করবে তারাই জান্নাতে যাবে আর যারা অনুসরণ করবে না তারা জাহান্নামে যাবে।

এবার আসুন আমরা যারা জন্মসূত্রে মুসলিম বা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করছি আমরা কি এই বইটি অনুসরণ করছি? নাকি নিজেদের মনগড়া স্টাইলে জীবন চালাচ্ছি? একবার কালেমা পড়লাম আর মুসলিম হয়ে গেলাম, ব্যাপারটা কি এতই সহজ? দেখুন সূরা আনকাবুতের ২নং আয়াতে আল্লাহ কি বলছেনঃ *"মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে - তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না?"*

তিনি আরো বলছেনঃ "তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে?" (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

তাই কেউই মায়ের পেট থেকে মুসলিম হয়ে আসেনা, সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই মুসলিম হতে হয়। তাই প্রকৃত মুসলিম হতে হলে কুরআনকে পুরোপুরি মেনে চলতে হবে, সোজা হিসাব, এর কোন বিকল্প পথ নেই। আর এটাই কালেমার প্রকৃত অর্থ। সূরা আলে ইমরান এর ১০২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ *"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না ।"*

ঈমান এমন কোন বিষয় নয় যে, একবার আনলাম আর চিরজীবন সে আমার সাথে সাথে থাকবে। আসলে ঈমান সবসময় আমার প্রতি মুহূর্তের কাজের উপর নির্ভর করে উঠা নামা করে। আবার এমনও হতে পারে যে আমার কোন ঈমান-বিরোধী কাজের কারণে ঈমান চলেও যেতে পারে। পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হলে আমাদের ঈমানের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে। তাই প্রতি মুহূর্তে ঈমান বজায় রাখার সামর্থ আল্লাহর কাছে চাইতে হয়।

আমাদের বেশীরভাগ মানুষের সমস্যা হচ্ছে যে আমরা ঈমান-বিরোধী কাজ করেও নিজেদের মনে করি আমরা ঠিকই আছি। দুঃখের বিষয়, আমরা বাংলাদেশের বেশির ভাগ মুসলিমই দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যে জানিনা এইটাই আমরা জানি না। আমরা বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমই দ্বীন ইসলামের পূণ্যের কাজ মনে করে খুব বেশী বেশী ইসলাম-বিরোধী কাজ নিয়মিত করে যাচ্ছি। আমরা কুরআন থেকে নিজেদেরকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখে নিজেদের মনগড়া ইসলাম পালন করে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে যে জীবনে একবার সম্পূর্ণ কুরআনটা বুঝে তাফসীর বা ব্যাখ্যাসহ পড়েছে। অথচ আল্লাহ বলছেন যে এটা মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান অর্থাৎ আমাদের জীবন পরিচালনার গাইডলাইন। আফসোস! সারা জীবন শুধু তিলাওয়াতই করে গেলাম কিন্তু কিছুই বুঝলাম না।

মুত্তাকী কারা?

১. যারা সংযমী, মিতভাষী, মিতব্যয়ী, লোভ ও ক্রোধ নিবারণ করে চলে;
২. যারা পার্থিব জীবন অতিবাহিত করতে সাবধানতা অবলম্বন করে – যা ন্যায় তা করে, যা অন্যায় তা বর্জন করে;
৩. যারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজে নিষেধ করে;
৪. যারা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী জীবন কাটায়;
৫. যারা আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ ও পছন্দ-অপছন্দ মেনে চলে;
৬. যারা পাপ কাজ থেকে এবং ছোট-বড় সন্দেহজনক কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে;
৭. যারা অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না;
৮) যারা নিজের পরিবারের ইসলামী জীবনযাপনের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে;
৯) যারা সর্বদা হারাম-হালাল বেছে চলে;
১০) যারা সত্যবাদী, মিথ্যা থেকে দূরে থাকে;
১১) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ ও নিষেধ পূর্ণভাবে মেনে চলে, কিছু গ্রহণ কিছু বর্জন করে না;
১২) যাদের ঈমান ও আমল দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত;
১৩) যারা আমালে সোয়ালেহা অবলম্বন করে (অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সৎ জীবন যাপন করে);
১৪) যারা তাদের হালাল রোজগার থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে;
১৫) যারা অপচয়, অপব্যয় করে না।

মুহাম্মদ (সাঃ) কে ঘিরে নানা রকম শিরক ও বিদআত

যদি কেউ রাসূল (সাঃ) এর নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে অথবা প্রার্থনাকারীর পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য করতে অনুরোধ করে তাহলে তারাও শিরক করে। তাওহীদ আল-ইবাদাহ-এর স্বীকৃতি, বিপরীতভাবে সকল প্রকার মধ্যস্থতাকারী অথবা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারের সম্পৃক্ততার অস্বীকৃতি অপরিহার্য করে তোলে। যদি কেউ জীবিত ব্যক্তিদের জীবনের উপর অথবা যারা করে, তারা আল্লাহর সঙ্গে একজন অংশীদার যুক্ত করে। এই ধরণের প্রার্থনা আল্লাহর পাশাপাশি অন্যের ইবাদত করার মত। রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্টভাবে বলেছেনঃ "দুআ-ই ইবাদত" (আবু দাউদ)। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ "আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করো না যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না"। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৬৬) "আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহবান কর তারা তো তোমাদের মতোই বান্দা"। (সূরা আরাফ ঃ ১৯৪)

অতিরিক্ত সর্তকতা

- অনেকে মনে করেন যে, রাসূল (সাঃ) আল্লাহর নূরে তৈরী। অর্থাৎ তিনি আল্লাহরই একটা অংশ। (নাউযুবিল্লাহ) এই ধরণের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং শিরক। রাসূল (সাঃ) যে আল্লাহর নূরে তৈরী এই ধরনের দলিল কেউ কুরআন এবং সহীহ হাদীসের কোথাও দেখাতে পারবে না।

- আবার অনেকে মনে করেন রাসূল (সাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে এই পৃথিবী বা এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি হতো না। এই বিশ্বাস সম্পুর্ণরূপে ভুল এবং এর কোন কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল নেই।

- হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করার আগে এবং সকলকে সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে প্রথমে ময়ূর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এই ধরনের কথা-বার্তা সম্পূর্ণ ভুল। এরও কোন কুরআন-হাদীসের দলিল নেই।

- রাসূল (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেননি এমন ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং এর কোন দলিল নেই।

- মনে রাখবেন, রাসূল (সাঃ)-এর নামে কোন প্রকার যিকর করা যাবে না। রাসূল (সাঃ)-এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে আল্লাহর সাথে যেন কোন বিষয়ে conflict হয়ে না যায়। ইতিহাস এবং তাফসীর পড়লে দেখবেন যে ঈসা (আঃ)-কে এই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়ার তিনশত বছর পরে তৎকালীন জনগণ ঈসা (আঃ) এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে আস্তে আস্তে তাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে ফেলেছে। (নাউযুবিল্লাহ)।

- নাতে রাসূল (গান) পরিবেশনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন গানের কথার মধ্যে শিরক চলে না আসে। বাজারে এমন অনেক নাতে রাসূল আছে যেখানে রাসূল (সাঃ) এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করে ফেলা হয়েছে। যেমনঃ 'মুহাম্মদের নাম জপেছি..... বা ফুল ফোটে হেসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ.......' ইত্যাদি। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) এর নামে কোন প্রকার যিকর করা যাবে না, যিকর হবে শুধু মাত্র আল্লাহর নামে।

কিছু বিদআতী আচরণ

১) রাসূল (সাঃ) এর ব্যক্তি-সত্ত্বার উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া বিদআত।
২) রাসূল (সাঃ) এর নামে কুরবানী, হজ্জ অথবা উমরা করা বিদআত।
৩) রাসূল (সাঃ) এর কবরের নিকটে না গিয়ে দূর হতে কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়া বিদআত।
৪) রাসূল (সাঃ) এর কবরে বারবার গিয়ে জিয়ারত করা অভ্যাসে পরিণত করা বিদআত।
৫) অন্য কারো মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) এর কবরে সালাম পাঠানো বিদআত।
৬) সর্বদা কোন নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট দিনে রাসূল (সাঃ) এর কবর জিয়ারত করা বিদআত।
৭) রাসূল (সাঃ) এর কবরে গিয়ে উচ্চস্বরে সালাম দেওয়া বিদআত।
৮) রাসূল (সাঃ) এর কবরের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করাকে সওয়াব মনে করা বিদআত।
৯) ওয়াজ মাহফিলের সময় নারায়ে রিসালাত বলে উচ্চস্বরে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলা বিদআত।
১০) আজানের সময় রাসূল (সাঃ) এর নাম আসলে চোখে দুই বৃদ্ধ আঙুল দিয়ে দুই চোখের মধ্যে লাগিয়ে চুমু খাওয়া বিদআত।
১১) মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ দেখা মাত্রই দুরুদ ও সালাম পাঠ করা। এবং রাসূল (সাঃ) এর কবরকে 'রওজা' বলা বিদআত।
১২) কোন ইসলামী মাহফিলের দু'আ, দুরুদ ও যিকরের সওয়াব রাসূল (সাঃ) এর কবর মদিনায়, সকল ওলিদের রুহে ও সকল মৃতদের কবরের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া বিদআত।
১৩) সুন্নতী পোশাকের নামে বিশেষ ধরণের পোশাক পরা বিদআত।
১৪) নতুন নতুন দুরুদ এর আবিস্কার করা এবং তা পড়া বিদআত।
১৫) আশেকে রাসূল। জস্নে জুলুস ইত্যাদি পালন করা বিদআত।
১৬) বালাগাল উলা বি কামালিহি, কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি..... ইত্যাদি বলা শিরক এবং বিদআত। এটি ইরানের কবি শেখ সাদীর একটি কবিতা, এই কবিতায় কামালিহি অর্থাৎ কামালিয়াত আপত্তিকর শব্দ। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রাসূল (সাঃ) ক্ষেত্রে হতে পারে না।

পরামর্শঃ জানার অভাবে আমরা অনেক সময় রাসূল (সাঃ) এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে গুনাহর কাজ করে ফেলছি। তাই একটা ফরমুলা সবসময় মনে রাখবেনঃ সেটা হচ্ছে যেখানেই অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জন কিছু দেখবেন সেখানেই একটু চিন্তা করবেন এবং authentic দলিলের সাথে মিলিয়ে দেখবেন যে এই ধরনের কিছু কুরআন-সুন্নাহতে আদৌ আছে কিনা। এই ব্যাপারটা শুধু রাসূল (সাঃ) এর ক্ষেত্রে নয় যে কোন ওলির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু শুনলে অবশ্যই এর source জানার চেষ্টা করবেন এবং সবাইকে সর্তক করে দিবেন। এছাড়া বাংলা, উর্দু ও হিন্দিতে এমন অনেক শিরক মিশ্রিত কাউয়ালী রয়েছে যা স্পষ্ট শিরক।

কাজা নামাজ বলতে কিছু নেই

কুরআন ও সুন্নাহতে কাজা নামাজ বা উমরী কাজা বলতে কিছুর উল্লেখ নেই। অর্থাৎ নামাজের কোন কাজা হয় না। রাসূল (সাঃ) কোন দিন কাজা নামাজ পড়েননি, যদি পড়তেন তাহলে অবশ্যই সহীহ হাদীসগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যেতো। নামাজ ছেড়ে দেয়ার তো কোন উপায়ই নেই তার উপর আবার কাজা কোথা থেকে আসবে? দেখুন নিম্মের সহীহ হাদীস দুটিঃ

- *মুমিন ও কাফের-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ পরিত্যাগ করা। (সহীহ্ মুসলিম)*
- *আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মাঝে চুক্তি হচ্ছে নামাজের। অতএব যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করল সে কুফরী করল। (আবু দাউদ, আহম্মদ, তিরমিযী, নাসায়ী)*

দলিলঃ রাসূল (সাঃ) এর জীবনীতে দেখা যায় যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যখন নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে তখন সাহাবীদেরকে দুই দলে ভাগ করা হয়েছে, একদল যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন এবং অপর দল জামাতে নামাজ আদায় করেছেন। যদি কাজা নামাজ পড়ার হুকুমই থাকতো তাহলে তারা ঐ যুদ্ধের ময়দানে নামাজ না পড়ে পরে এক সময় পড়ে নিতে পারতেন। আবার দেখা গেছে যে রাসূল (সাঃ) উটের পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন, পথিমধ্যে নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে এবং উটের পিঠ থেকে নামার কোন উপায় নেই তখন তিনি ঐ অবস্থায়ই নামাজ পড়ে নিয়েছেন। যদি কাজা নামাজের হুকুম থাকতো তাহলে তিনি গন্তব্যে পৌঁছেই কাজা নামাজ পড়ে নিতে পারতেন, অত কষ্ট করে উটের পিঠে নামাজ আদায় করতেন না।

তাই কোন অবস্থাতেই নামাজের কোন প্রকার কাজা নেই। হয় আপনাকে সময়ের মধ্যে নামাজ পড়ে নিতে হবে অথবা নামাজ মাফ অর্থাৎ নামাজ পড়তে হবে না। তিন অবস্থায় নামাজ মাফ অর্থাৎ নামাজ পড়তে হবে না এবং এর কোন কাফ্ফারাও নাই। ১) পাগল হয়ে গেলে ২) অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে এবং ৩) মহিলাদের মাসিক (menstrual period) চলাকালীন সময়ে। এর বাইরে প্রতিটি মুসলিমের সকল সময়ে ওয়াক্তমত নামাজ পড়তে হবে যখন থেকে তার উপর নামাজ ফরজ হয়েছে।

অনিচ্ছকৃত ভুলঃ আমরা জানলাম যে ইচ্ছকৃতভাবে নামাজ ছাড়ার কোন উপায় নেই, এই বলে যে, এই নামাজটা পরে পড়ে নেব। না, তা হবে না। যদি এমন হয় যে আপনার অজান্তে কোন এক ওয়াক্ত নামাজের সময় পার হয়ে গেছে এবং আপনি খেয়ালই করেননি যে কখন সে সময়টা চলে গেছে। কিন্তু ইচ্ছকৃতভাবে ছাড়েননি। তখন আপনি কি করবেন? আপনার এই ভুলের জন্য আপনি অবশ্যই আল্লাহর কাজে স্পেশাল ক্ষমা চাইবেন এবং যখনই মনে হবে যে আপনার ওয়াক্ত পার হয়ে গেছে ঐ মুহূর্তেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নামাজটা পড়ে নেবেন। যেমন আপনি হঠাৎ একদিন ফজরে ঘুম থেকে উঠতে পারলেন না, হয়তো এর্লাম ক্লক কাজ করেনি। জেগে উঠে দেখলেন যে সূর্য উঠে গেছে তখন সাথে সাথে ঐ মুহূর্তেই ওযু করে ফযরের নামাজ আদায় করে নিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তবে এই ধরণের ভুল মাঝে মধ্যে করা যাবে না বা অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না। এই ধরনের ভুল যেন আর না হয় সেদিকে সর্তক হতে হবে। কারণ আপনার অন্তরের নিয়ত কিন্তু মহান আল্লাহ জানেন।

ভুল ধরণার অবসানঃ আমাদের দেশে একটা ভুল নিয়ম প্রচলিত আছে আর তা হচ্ছে উমরী কাজা। অর্থাৎ অতীত জীবনে যে সকল নামাজ পড়া হয়নি তা একসাথে পড়ে ফেলা বা মক্কা-মদীনায় গিয়ে পড়া। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। উমরী কাজা বলতে কুরআন ও সুন্নাহতে কিছু নেই। আপনি আপনার জীবনে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন নামাজ না পড়ে থাকেন তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। কুরআন-সুন্নাহতে উমরী কাজা বলে যা নেই, সেরকম মনগড়া একটা কিছু করতে গিয়ে কোন বিদআত তো চালু করতে পারেন না অর্থাৎ একটা ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আরেকটা নতুন ভুলের জন্ম দিতে পারেন না। তাই কাজা নামাজ প্রচলন করা একটি সুস্পষ্ট বিদআত। নামাজ যে কোন অজুহাতেই ছাড়া যাবে না তার নমুনাসরূপ youtube-এ দেখুনঃ http://www.youtube.com/watch?v=G_uOoZslWUo এবং http://www.youtube.com/watch?v=BR-Elt2d8JM&feature=related

আল্লাহর বান্দাদের স্তর

১) **মু'মিনঃ** একজন মানুষ যখন নিঃসন্দেহভাবে ৬টি বিষয়ের উপর ঈমান (বিশ্বাস) আনে তখন তাকে বলা হয় মু'মিন। যেমনঃ ১) আল্লাহতে বিশ্বাস ২) ফিরিশতাতে বিশ্বাস ৩) আসমানী কিতাবে বিশ্বাস ৪) নবী এবং রাসুলদের উপর বিশ্বাস ৫) পরকাল এবং বিচার দিবসে বিশ্বাস এবং ৬) তকদীরে বিশ্বাস।

২) **মুসলিমঃ** যারা ঈমান আনার পর অর্থাৎ মু'মিন হওয়ার পর মহান আল্লাহ তায়ালার সমস্ত ফরজ হুকুমগুলো মেনে চলবে তাদেরকে মুসলিম বলা হয়। যেমনঃ সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন *"হে ঈমানদারগণ, আলাহকে ভয় কর, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"*

৩) **মুত্তাকীঃ** যারা পরিপূর্ণভাবে মু'মিন ও মুসলিম হওয়ার পর তার প্রত্যেক দিনের প্রতিটি কাজ-কর্ম তাকওয়ার সাথে করবে অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং যা করবে তা শুধু মহান আল্লাহর জন্যই করবে সে মুত্তাকী হতে পারবে। ঈমানের শাখা-প্রশাখাগুলো সত্যিকার অর্থে বাস্তবে, হাতেকলমে করে দেখাতে হবে। তৃতীয় পাতায় মুত্তাকীদের চারিত্রিক গুণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এই শ্রেণীটাকে সিদ্দিকিনও বলা হয়েছে। আপনারা যদি হযরত আবুবকর (রাঃ) এর জীবনী পড়েন তাহলে দেখবেন রাসুল (সাঃ) তাঁকে সিদ্দিক উপাধি দিয়েছেন।

৪) **মুহসিনঃ** এটা হচ্ছে তাকওয়াবানদের সর্বোচ্চ স্তর। ধাপে ধাপে মু'মিন, মুসলিম এবং মুত্তাকী হওয়ার পর এবার তাকওয়ার পরীক্ষার সর্বোচ্চ স্তর যা মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে খুব গভীর সম্পর্ক স্থাপন বা আল্লাহ তায়ালার খুব কাছাকাছি পৌছার স্তর (মুহসিন)। আর তা একমাত্র উন্নত ও বিশুদ্ধ তাকওয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। পূর্বে আমরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর তাকওয়ার পরীক্ষাগুলো দেখেছি যেমনঃ ১) আগুনের কুন্ডে নিক্ষিপ্ত হতে, ২) সদ্যোজাত শিশু সন্তানকে তার মাকে সহ মরুভূমির মধ্যে রেখে আসতে, এবং ৩) নিজ হাতে নিজের সন্তানকে কুরবাণী করতে। এই তিনটি তাকওয়ার পরীক্ষায়ই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কৃতিত্বের সাথে পাশ করেছেন। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে মুহসিন বলেছেন।

তাহলে আমরা প্রথম স্তর এবং শেষ স্তর সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেলাম। এবার আপনি আপনার নিজেকে measure করতে পারবেন যে তাকওয়ার scale-এ আপনার অবস্থানটা কোথায়।

আপনি কি আপনার জীবনে সুখী?

আমাদের চাওয়া-পাওয়া

আমাদের সকলের চাওয়া-পাওয়া কি? আমাদের জীবনকে সফল করার জন্য যে চারটি অপরিহার্য উপাদান প্রয়োজন তা হলো ঃ

১. উচ্চ শিক্ষা বা Higher Education
২. প্রতিশ্রুতিশীল পেশা বা Promising Profession
৩. সম্পদ অর্জন (*যেমনঃ বাড়ি, গাড়ি, জমি, ফ্যাক্টরী, ব্যাংক ব্যালেন্স, স্বর্ণ-অলংকার ইত্যাদি)*
৪. একটি সম্মান জনক টাইটেল (*যেমনঃ ইন্‌জিনিয়ার সাহেব, ডাক্তার সাহেব, মেজর সাহেব, প্রফেসর সাহেব ইত্যাদি)*

আমরা সকলেই চাই আমাদের সন্তানেরা ভাল স্কুলে পড়বে, ভাল কলেজে পড়বে, ভাল ভাল টিচারের কাছে প্রাইভেট পড়বে, মাস্টার্স করবে, পিএইচডি করবে, পৃথিবীর ভাল ভাল ইউনির্ভাসিটি থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করবে। আমরা নিজেরাও আমাদের নিজেদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে চাকুরী-প্রমোশন, ব্যবসার উন্নতি ইত্যাদির প্রচেষ্টায় রত। আবার ডিগ্রি অর্জনের পর একটি সম্মান জনক টাইটেলও হচ্ছে। সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে বাড়ি, গাড়ি, জমি, ফ্যাক্টরী, ব্যাংক ব্যালেন্স, স্বর্ণ-অলংকার ইত্যাদি হচ্ছে। অতঃপর একটি ভাল, সুন্দর, উচ্চ বংশের ছেলে বা মেয়ে দেখে বিয়ে-শাদীও হচ্ছে। অবশেষে সমাজে প্রতিষ্ঠাও হলো। লোকজন আমাকে বিভিন্ন সম্মানজনক উপাধিতে ডাকছে। একটা পরম আনন্দময় পরিস্থিতি বটে।

মুসলিম-অমুসলিম সকল সমাজের এই একই চিত্র। এই চাওয়ার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। এই চাওয়াটা সকল সমাজের একটা common expectation জীবনে সফলতা আনার জন্য, জীবনকে সুন্দর করার জন্য। এখন এই চারটিই আমরা যারা অর্জন করতে পেরেছি তারা কি জীবনে সুখী? এই চারটি অর্জনের পরও কি আমরা জীবনে সত্যিই সুখী?

আমাদের সমস্যা

এতো কিছু দিয়ে জীবনকে সাজানোর পরও, এত কিছু পাওয়ার পরও নিম্নের তিনটি জিনিস আমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

১. সর্বক্ষেত্রে অতৃপ্তি
২. হতাশা
৩. মনের বিক্ষিপ্ততা

এর একটা সমাধান বের না করলে আমরা যতই নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত আর কুরআন তিলাওয়াত করি না কেন প্রকৃত তৃপ্তি আসবে না। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। যেমনঃ নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে? অর্থাৎ আমরা অনেকেই নামাজ পড়ছি ঠিকই কিন্তু আল্লাহর কথার সাথে ঠিক মিলছেনা। দেখুন সূরা আনকাবুত এর ৪৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ জোর দিয়ে বলছেনঃ “নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও সর্বপ্রকার পাপ কার্য হতে বিরত রাখে।

বাকি অংশ পরবর্তী পাতায়......

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সমাজে নামাজীর সংখ্যা বাড়ছে ঠিকই কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী গুণ বাড়ছে ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজের সংখ্যা। তার মানে নামাজের প্রকৃত ফল আমরা পাচ্ছিনা এবং আমাদের গতানুগতিক নামাজ কেন জানি আল্লাহর দরবারে পৌঁছাচ্ছে না আর নামাজে আমরা তৃপ্তিও পাচ্ছি না।

এখানে দুটি দিক। আমাদের জীবনে যা চাওয়ার ছিল তা পেয়েছি এবং নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত সবই করছি বা তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে কপালে দাগ ফেলে দিচ্ছি কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি! কোথায় যেন একটা অসংগতি! তাহলে এই তৃপ্তির সন্ধানে কি করা যায়? এই অতৃপ্তি আসে কেন? তার সমস্যাগুলো কোথায়? তার কারণগুলো খুঁজে বের করা দরকার।

ভারসাম্যের অভাব

নর্থ আমেরিকার বাস্তব চিত্রঃ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে যেসব পরিবার দেশে খুব সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাচ্ছিলেন ক্যানাডা-আমেরিকা ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসার পর তাদের অনেকের পরিবারেই আজ অশান্তির ছায়া নেমে এসেছে। স্বামী একদিকে, স্ত্রী আরেক দিকে এবং সন্তানরা অন্যদিকে। কেউ কারো কথা শুনছে না, যে যার মতো চলছে। অনেক ছেলে মেয়েরাই আবার পিতা-মাতার কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। এরকম অনেক ঘটনাই ঘটেছে যে সন্তানদেরকে শাসন করার কারণে সন্তান বাবা-মার বিরুদ্ধে পুলিশ কল করেছে, আবার স্ত্রী পুলিশ কল করেছে স্বামীর বিরুদ্ধে বা স্বামী করেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে। এখানেও ভারসাম্যহীনতা। আমরা ইমিগ্র্যান্টরা একটা নতুন পরিবেশে এসে ঠিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছি না। কেউ মনে করছে আমার ভাল চাকুরী দরকার, কেউ মনে করছে অনেক ডলার দরকার, কেউ মনে করছে একটি ভাল গাড়ি এক্ষুণি প্রয়োজন, আবার কেউ মনে করছে একটা বাড়ী দরকার, আবার বাবা-মায়েরা মনে করছে সন্তানের ভাল লেখাপড়া, ভাল ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি। সবাই কেমন যেন একটা একমুখী বা one way উন্নতির প্রতিযোগিতায় পড়ে যাচ্ছে। যেমন অমুকের বাড়ি আছে আমারও একটা কিনতে হবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ব্যাংকের মরগেজ এবং অন্যান্য বিল জোগাতে হিমসিম খাচ্ছে। তখন নিজেকে আরো একটা পার্ট-টাইম চাকুরী নিতে হচ্ছে, ওভার-টাইম করতে হচ্ছে, স্ত্রীকে কাজে পাঠাতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে স্বামী-স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যে ব্যবধান ও নৈরাশ্য সৃষ্টি হচ্ছে। বৈষয়িক দাবীর বিল পরিশোধ করতে করতে নিজেদের আত্মার বিলের দিকে আর খেয়াল করতে পারছে না। এভাবে সকলে মিলে তারা আস্তে আস্তে জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।

টরন্টো ইউনিভার্সিটির ২০১০ সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে ৭২% মুসলিম ছেলেমেয়েরা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না এবং ৮২% মুসলিম ছেলে-মেয়েরা এ ব্যাপারে confused (দিশেহারা)। এজন্য কে দায়ী? এরা মুসলিম পিতা-মাতার সন্তান, বাবা-মায়েরা সন্তানদেরকে এই দেশে নিয়ে এসেছে উচ্চ শিক্ষার জন্য। কিন্তু প্রকৃত balancing এর অভাবে আজ এই দুরবস্থা।

সবচেয়ে বড় যুলুম

আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুলুম যেটা করেছি তা হচ্ছে আমরা ভুলে গেছি যে আমরা দু'টি জিনিস অর্থাৎ দেহ ও আত্মা দিয়ে মানুষ। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দেহের প্রতি এতো বেশী যত্ন নেয়া হয়েছে যে আত্মার দিকে নজরই দেয়া হয়নি। যার কারণে দেহের অত্যধিক যত্ন নিয়ে আধ্যাত্মিকতার চরম অবজ্ঞা করে মন ও আত্মাকে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে।

সমাধান

১. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ সত্য-সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থী জীবন ব্যবস্থা, একথা স্বীকার করে নেয়া।
২. ইসলামের এমন দাবী মেনে চলা যার মাধ্যমে অন্যান্য দাবী মানা সহজ।
৩. দেহ ও রূহের চাহিদা পূরণে ইনসাফের আচরণ।
৪. সীমালংঘন ব্যতীত একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন এবং এর অনুসরণ।

ইসলাম যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান অর্থাৎ 'সাওয়া আস্সাবিল'এই কথাটা কুরআনে ৬ জায়গায় এসেছে। এখন এই জীবন বিধানটা কিভাবে মানলে আমরা সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবো এবং আমাদের দৈন্দিন জীবনটা খুব সহজ হবে তার একটা approach কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখবো।

Approach

- ১ নম্বর কাজ ঃ সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করা।
- ২ নম্বর কাজ ঃ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ করা।

সংঘবদ্ধ থাকার গুরুত্ব

প্রবাসে বাংলাদেশী ভাইগণ সুশৃংখল ও সুসংঘবদ্ধ হয়ে একে অপরের সুখ ও দুঃখের অংশীদার হবেন। একটি পবিত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা সংঘবদ্ধ হতে পারেন। এটি হবে উন্নত আদর্শিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে। কেবল আঞ্চলিক অনুভূতি ও উদ্দীপনা দিয়ে যেসব সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেগুলির অধিকাংশই (প্রায় সবই) ব্যর্থ হয়ে ঘৃণা আর বিভেদ ছড়িয়েছে। আঞ্চলিক পরিচয়কে যদি নৈতিক ও আদর্শিক প্রলেপ দিয়ে সমন্বয় করা যায় তাহলে ঘৃণা ও বিভেদ অনেকটা দূর হয়ে যায়। মুসলিমদের সংঘবদ্ধ থাকার ব্যাপারে আল-কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। *"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো, দলাদলি করো না।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৩)*

সংঘবদ্ধ জীবনের উপকারিতা

- সংঘবদ্ধ জীবনের একটি অনন্য উপহার হলো জবাবদিহিতা।
- পরস্পরের কল্যাণ কামনায় একে অপরের ভুল শোধরে দেয়া।
- এক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য আয়নার কাজ করা।
- গঠনমূলক সমালোচনা করা যাতে অপর ভাই তার ভুল বুঝে নিজেকে সংশোধন করে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা পান।
- আর এর জন্য প্রয়োজন একে অপরকে মেনে চলা।

বন্ধুত্ব করবেন কার সাথে?

রাসূল (সাঃ) এর একটা হাদীসের ভাবার্থ দিয়ে আলোচনাটা শুরু করা যাক। তোমার বন্ধু যদি হয় কামার তাহলে তুমি মাঝেমধ্যেই তার দোকানে গিয়ে আড্ডা দেবে, আর কিছুটা হলেও কামারের দোকানের কয়লার কালি তোমার জামা কাপড়ে লাগবেই। আর তোমার বন্ধু যদি হয় আতরওয়ালা, তাহলেও তুমি মাঝেমধ্যেই তার দোকানে গিয়ে আড্ডা দেবে, আর কিছুটা হলেও তোমার জামা-কাপড়ে আতরের ছিটে-ফোঁটা লাগবেই এবং তোমার শরীর দিয়ে আতরের সুঘ্রাণ আসবেই।

আমার মনে হয় পাঠকবৃন্দ এতেই বুঝে গেছেন আপনার করণীয় কি বা কার সাথে সম্পর্ক করবেন। আপনার বন্ধু যদি হয় মদ্যপায়ী তাহলে একদিন না একদিন হলেও সে আপনাকে বারে ঢুকিয়ে ছাড়বে অথবা সে যদি হয় জুয়ারী তাহলে সে আপনাকে একদিন হলেও ক্যাসিনোতে ঢুকিয়ে ছাড়বে। আবার আপনার বন্ধু যদি হয় নামাজী তাহলে সে কোন না কোন একদিন আপনাকে মসজিদে নিয়ে ছাড়বে।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ করা

জিহাদ এর সঠিক ধারণা ঃ 'জিহাদ' শব্দের অর্থ প্রচেষ্টা বা Struggle. কোন কিছু লাভ করার জন্য শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সকল প্রকার প্রচেষ্টা এবং তার জন্যে সকল উপায়-উপাদান কাজে লাগানোকে জিহাদ বলে। ফী সাবীলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর রাস্তায়। আল্লাহর রাস্তায় সর্বদিক থেকে এবং সব উপায় অবলম্বন করে প্রচেষ্টা চালানোকে জিহাদ বলে। দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জবান, লেখনী, প্রচার মাধ্যম, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক তৎপরতা, সম্পদ ব্যয়, সর্বোপরি নিজের জীবন বিলিয়ে দেবার নাম জিহাদ। দ্বীনের জন্য একটি বাক্য ব্যয় করা, এক কদম হেঁটে যাওয়া, একটি লেখনী, সুন্দর ব্যবহার সবই জিহাদের অংশ। দ্বীনকে সমুজ্জল করার জন্য যে কোন প্রচেষ্টাও জিহাদের অংশ। দ্বীনের কাজে লাগবে, মুসলিম জনতার উপকারে আসবে এমন সকল প্রচেষ্টায় রত কাজই জিহাদের সমতুল্য। জিহাদের অর্থ যুদ্ধ বা রক্তপাত নয়। যুদ্ধ হচ্ছে "হারব" এবং "কতল" হচ্ছে হত্যা।

মনের কাজ কি? ১) সৎ কাজের আদেশ দেয়া ২) অসৎ কাজে বাধা দেয়া। মনকে সবসময় কাজ দিন। মনকে সবসময় active রাখুন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ হলো ঃ অন্যায় দেখলেই মনের মধ্যে একটা রিয়্যাকশন হতে হবে অর্থাৎ No compromise. পাশ কাটানো চলবে না। মনে করুন আপনার কোন আত্মীয় অন্যায় করছে আপনাকে একবার হলেও তাকে গিয়ে বলতে হবে যে আপনি অন্যায় করছেন, ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। কোথাও কোন অন্যায় দেখলে সর্বপ্রথমে সশরীরে বাধা দিতে হবে, সশরীরে বাধা দিতে না পারলে মুখের কথার প্রতিবাদ দিয়ে বাধা দিতে হবে, মুখে বলতে না পারলে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে আর এই শেষ পদক্ষেপটা হচ্ছে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।

ক্ষতিগ্রস্ত

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ না করলে কি ক্ষতি? দেখুন সূরা আল-আসরে আল্লাহ সময়ের কসম দিয়ে বলছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ যারা করে তারা ব্যতিত সবাই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।

বাকি অংশ পরবর্তী পাতায়.....

করণীয় বা Action Plan

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজের প্রস্তুতির জন্য তিনটি কাজ আমাদের নিয়মিত করতে হবেঃ

১. অধ্যয়ন (দ্বীন ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন)
২. ইসলামের দাওয়াতী কাজ (মুসলিম-অমুসলিম সকলের মাঝে)
৩. নিয়মিত সদাকা করা (আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা)

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনঃ আমাদের সমস্যাঃ আমরা যে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জানিনা, এইটাই আমরা জানি না ! অথবা বুঝতে চেষ্টা করি না। মুসলিম জনগোষ্ঠীর বেশীর ভাগই আজ দ্বীন সম্বন্ধে কিছু না জেনেও জানার ভান করে নির্দ্বিধায় দ্বীন বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বরং কেউ বুঝাতে চাইলে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তর্ক শুরু করে দেয়। কেবল নামাজ-রোজা পালনকে দ্বীন মনে করছে। দ্বীনের অপেক্ষাকৃত কম ও অস্পষ্ট বিষয়কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে। আর সুস্পষ্ট ও ফরজ বিষয়াদিকে কম গুরুত্বপুর্ণ মনে করছে। আপনার যদি দ্বীন সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে গাইড করবেন? ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা এবং তা ফরজ।

তাই আসুন রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ হতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগ জেনে নেই। কুরআনের তাফসীর পড়ুন, রাসূল (সাঃ) এর জীবনী পড়ুন, সাহাবীদের (রাঃ) জীবনী পড়ুন, বর্তমান বিশ্বের সর্বজনগ্রাহ্য ইসলামিক স্কলারদের সাহিত্য পড়ুন, দেখবেন জীবনের নূতন অর্থ খুঁজে পাবেন।

When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients.
You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients

Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin (animal)	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard (Pig fat)	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef tallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef tallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number are generally mentioned on the product. If not see the telephone directory.

ইসলামের দাওয়াতী কাজঃ দাওয়াতী কাজ এমন এক মহৌষধের নাম যা আপনাকে অটোমেটিক সঠিক লাইনে এনে ছাড়বে। আপনার চরিত্র থেকে সমস্ত দোষত্রুটি ধুয়ে মুছে দূর করে আপনাকে একজন প্রকৃত মানুষ বানিয়ে ছাড়বে। অর্থাৎ আপনার দোষ-ত্রুটিগুলি দিন দিন কমতে থাকবে। দাওয়াতী কাজ সকল ঈমানদারের ওপর সার্বক্ষণিক ফরজ। অধিকাংশ ঈমানদারগণ মনে করেন যে, তাদের ওপর কেবল নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত এ কটি জিনিসই ফরজ। এর বাইরে তারা আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না। অথচ নামাজ যেমন ফরজ, দাওয়াতী কাজ করাও তেমনি ফরজ।

নিয়মিত সদাকা করাঃ সদাকা মানুষের আত্মা ও সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় মুসলিমদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর রাস্তায় কোন লাভ বা সুনাম অর্জনের প্রদর্শনেচ্ছা ব্যতীত সম্পূর্ণভাবে দান করাই সদাকা বা ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ।

সিদ্ধান্তঃ

১. মাসিক ইসলামিক প্রোগ্রামগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করব।
২. পরিবারের সদস্যদের, নিকআত্মীয়দের, প্রতিবেশী এবং নন-মুসলিদেরকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেবো।
৩. আল-কুরআন, সহীহ হাদীস, রাসূল (সাঃ) এর জীবনী, সাহাবীদের জীবনীসহ অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য নিয়মিত পড়াশোনা করব।
৪. হালাল রোজগার করবো এবং সেটা হতে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবো ও নিজের সময় ও যোগ্যতাকে দ্বীনের কাজে ব্যয় করবো।
৫. একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গড়তে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ e-mail *এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।*

Please Donate

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আস্‌সালামুআলাইকুম। আশা করি “দি মেসেজ” এর প্রতিটি সংখ্যা এই প্রবাস জীবনে আপনার–আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে, ইন্‌শাআল্লাহ।
“দি মেসেজ” ছাপানোর কাজে আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। এই দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজে সূরা তওবার আয়াত ৬০ ফীসাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে আপনি আপনার যাকাতের টাকাও ডোনেট করতে পারেন। ফীসাবিলিল্লাহ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Any donaton cheque payble to “TIC” Also you can pay online at www.torontoislamiccentre.com
(Please make a note on the Cheque or Online - “Donaton for The Message Publications”)

Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
একটি কুরআন ও সহীহ্‌ হাদীস ভিত্তিক (দল নিরপেক্ষ এবং নন-পলিটিক্যাল) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পত্রিকা
Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Published by: Toronto Islamic Centre (TIC) www.torontoislamiccentre.com
575 Yonge Street, Toronto, ON M4Y1Z2. 647-280-9835, amiraway@hotmail.com , www.themessagecanada.com